Bharat BoudhIKS National Examination 2026

২০ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও আদর্শ উত্তর (Descriptive Questions and Model Answers)

মাধ্যম: বাংলা

পরীক্ষার বর্ণনামূলক অংশে ২০ নম্বরের একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রস্তুতির সুবিধার্থে নিচে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর দেওয়া হলো।

প্রতিটি উত্তর প্রায় ২৫০–৩০০ শব্দের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। উত্তর লেখার সময় ভূমিকা, মূল আলোচনা এবং উপসংহার অনুসরণ করা ভালো।

প্রশ্ন ১. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা (Indian Knowledge Systems বা IKS) কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা বা Indian Knowledge Systems (IKS) হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পকলা এবং জীবনচর্চার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজে এই জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে।

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য

1. **প্রাচীন ঐতিহ্য:** বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

2. **দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা:** ভারতীয় দর্শনে আত্মা, ব্রহ্ম, কর্ম, ধর্ম ও মোক্ষের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

3. **বৈজ্ঞানিক জ্ঞান:** গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও স্থাপত্যে ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

4. **চিকিৎসাবিজ্ঞান:** আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা ভারতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

5. **পরিবেশ সচেতনতা:** প্রকৃতি, নদী, বন, উদ্ভিদ ও জীবজগতের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

6. **নৈতিক মূল্যবোধ:** অহিংসা, সত্য, সহনশীলতা, পরোপকার ও মানবকল্যাণ ভারতীয় জ্ঞানচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

বর্তমান সময়ে গুরুত্ব

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় IKS অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই কৃষি, স্বাস্থ্যচর্চা, নৈতিক শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত জ্ঞান নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

উপসংহার

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানচর্চারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমালোচনামূলক ও প্রমাণভিত্তিক সংলাপের মাধ্যমে এই জ্ঞানকে সংরক্ষণ ও বিকশিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় বেদের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বেদ অপৌরুষেয় এবং শ্রুতিশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত।

চারটি বেদের পরিচয়

1. **ঋগ্বেদ:** এটি প্রধানত স্তোত্র ও প্রার্থনার সংকলন। প্রকৃতি, দেবতা এবং বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে।

2. **সামবেদ:** এটি সংগীত ও সুরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্য বোঝার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব রয়েছে।

3. **যজুর্বেদ:** যজ্ঞ ও বিভিন্ন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি এতে বর্ণিত হয়েছে।

4. **অথর্ববেদ:** দৈনন্দিন জীবন, স্বাস্থ্য, রোগ, শান্তি ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে।

বেদের গুরুত্ব

- ভারতীয় দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তি নির্মাণে বেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

- প্রাচীন সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।
- ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার বিকাশে বেদ গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রকৃতি ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে।
- বৈদিক মন্ত্রের মৌখিক সংরক্ষণ পদ্ধতি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিচয় বহন করে।

উপসংহার

বেদ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সংগীত ও ইতিহাসের গবেষণায়ও বেদের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৩. ভারতীয় দর্শনের ষড়দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনচর্চা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ দার্শনিক ঐতিহ্য। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি প্রধান আস্তিক দর্শনকে একত্রে ষড়দর্শন বলা হয়। এই দর্শনগুলি বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে।

ষড়দর্শনের পরিচয়

1. **ন্যায় দর্শন:** মহর্ষি গৌতম এই দর্শনের প্রবর্তক। যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ ও জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি এর মূল আলোচ্য বিষয়।

2. **বৈশেষিক দর্শন:** মহর্ষি কণাদ এই দর্শনের প্রবর্তক। পদার্থ, পরমাণু ও জগতের গঠন সম্পর্কে এই দর্শনে আলোচনা করা হয়েছে।

3. **সাংখ্য দর্শন:** মহর্ষি কপিল এই দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈততত্ত্ব এর মূল ভিত্তি।

4. **যোগ দর্শন:** মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রধান আচার্য। চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এর মূল উদ্দেশ্য।

5. **মীমাংসা দর্শন:** মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রবর্তক। বেদ, ধর্ম ও বৈদিক কর্মের ব্যাখ্যা এর প্রধান বিষয়।

6. **বেদান্ত দর্শন:** বাদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্র এই দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। ব্রহ্ম, আত্মা ও জগতের সম্পর্ক এর মূল আলোচ্য বিষয়।

গুরুত্ব

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

ষড়দর্শন ভারতীয় যুক্তিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও নৈতিক চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এগুলি মানুষের অস্তিত্ব, জগৎ, জ্ঞান এবং মুক্তি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

উপসংহার

ষড়দর্শন ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আধুনিক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও মানবচিন্তার গবেষণায় এই দর্শনগুলির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ৪. ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভট্টের অবদান আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর্যভট্ট একটি স্মরণীয় নাম। তিনি আনুমানিক পঞ্চম শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আর্যভটীয়* ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

গণিতে অবদান

1. আর্যভট্ট স্থানীয় মান পদ্ধতির বিকাশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

2. তিনি পাই-এর মানের একটি আনুমানিক হিসাব প্রদান করেছিলেন।

3. ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে জ্যা বা Sine-এর ধারণা ও সারণি নির্মাণে তাঁর অবদান রয়েছে।

4. গণিতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তিনি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান

1. আর্যভট্ট পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করেন।

2. তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

3. গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন।

4. সময় নির্ণয় ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আধুনিক যুগে গুরুত্ব

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

আর্যভট্টের গবেষণা প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে। তাঁর কাজ পরবর্তী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে।

উপসংহার

আর্যভট্টের অবদান প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৫. আয়ুর্বেদ কী? ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

আয়ুর্বেদ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শাখা। 'আয়ু' অর্থ জীবন এবং 'বেদ' অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ হলো জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা।

আয়ুর্বেদের মূল ধারণা

আয়ুর্বেদে তিনটি প্রধান দোষের কথা বলা হয়েছে:

1. **বাত:** শরীরের চলন ও স্নায়বিক কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত।

2. **পিত্ত:** হজম ও বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

3. **কফ:** শরীরের গঠন, স্থিতিশীলতা ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আয়ুর্বেদে ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন, পরিবেশ ও শারীরিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আয়ুর্বেদের প্রধান গ্রন্থ

- চরক সংহিতা: চিকিৎসাবিদ্যা ও অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা।
- সুশ্রুত সংহিতা: শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থানবিদ্যা।
- অষ্টাঙ্গ হৃদয়: আয়ুর্বেদের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত আলোচনা।

আয়ুর্বেদের গুরুত্ব

1. প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

2. খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে।

3. ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্ঞান প্রদান করে।

4. প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যচর্চার ধারণাকে গুরুত্ব দেয়।

5. চিকিৎসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে।

উপসংহার

আয়ুর্বেদ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে ঐতিহ্যগত চিকিৎসার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানদণ্ডে যাচাই করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৬. যোগশাস্ত্রের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক জীবনে গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

যোগ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রাচীন জ্ঞানধারা। যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ। যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো শরীর, মন ও চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা।

যোগশাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি

মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত *যোগসূত্র* যোগদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পতঞ্জলি যোগের আটটি অঙ্গের কথা বলেছেন, যা অষ্টাঙ্গ যোগ নামে পরিচিত।

অষ্টাঙ্গ যোগ

1. যম
2. নিয়ম
3. আসন
4. প্রাণায়াম
5. প্রত্যাহার
6. ধারণা
7. ধ্যান
8. সমাধি

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

যোগের গুরুত্ব

1. শরীরের নমনীয়তা ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

2. মানসিক প্রশান্তি ও মনোসংযোগে সহায়ক হতে পারে।

3. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলে।

4. নিয়মিত যোগাভ্যাস স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা করতে পারে।

5. মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। ২০১৪ সালে জাতিসংঘে ভারত ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেয় এবং ২০১৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

উপসংহার

যোগ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার এক অমূল্য সম্পদ। আধুনিক ব্যস্ত জীবনে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৭. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতির গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় পৃথিবী, জল, বায়ু, আগুন ও আকাশকে পঞ্চমহাভূত বলা হয়েছে। মানুষের জীবন এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতীয় ঐতিহ্য

1. **পঞ্চমহাভূত:** প্রকৃতির পাঁচটি মৌলিক উপাদানের গুরুত্ব তুলে ধরে।

2. **বৃক্ষ সংরক্ষণ:** প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন বৃক্ষকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা দেওয়া হতো।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

3. **পবিত্র অরণ্য:** Sacred Groves বা পবিত্র বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাহায্য করেছে।

4. **জল সংরক্ষণ:** বাওড়ি, জোহর, টাঁকা এবং আহর-পাইন প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ করা হতো।

5. **অহিংসা:** জীবজগতের প্রতি সহানুভূতি ও ক্ষতি পরিহারের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, বন ধ্বংস, জলদূষণ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় বিশ্বব্যাপী বড় সমস্যা। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশজ্ঞান স্থানীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা আমাদের শেখায় যে মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়, বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৮. প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

প্রাচীন ভারত জ্ঞানচর্চা ও উচ্চশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ও বল্লভীর মতো শিক্ষাকেন্দ্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

1. গুরুকুল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হতো।

2. মৌখিক শিক্ষা ও স্মৃতিশক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো।

3. দর্শন, গণিত, চিকিৎসা, ভাষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ানো হতো।

4. প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা হতো।

5. চরিত্র গঠন ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

নালন্দা প্রাচীন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এটি বর্তমান বিহারে অবস্থিত। গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে এর প্রতিষ্ঠা বা বিকাশের সূচনা হয়েছিল বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়।

নালন্দায় ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতেন। বৌদ্ধ দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নালন্দায় অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন।

গুরুত্ব

নালন্দা প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারত আন্তর্জাতিক জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে।

উপসংহার

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিক শিক্ষা, গবেষণা, নৈতিকতা ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৯. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

কৌটিল্য বা চাণক্য প্রাচীন ভারতের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তাঁর রচিত *অর্থশাস্ত্র* রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কূটনীতি ও সামরিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

অর্থশাস্ত্রের প্রধান বিষয়

1. **রাষ্ট্র পরিচালনা:** একজন শাসকের কর্তব্য ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

2. **সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব:** রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে—স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মিত্র।

3. **অর্থনীতি:** কৃষি, বাণিজ্য, করব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহের আলোচনা রয়েছে।

4. **কূটনীতি:** প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

5. **গুপ্তচর ব্যবস্থা:** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব

কৌটিল্য রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

উপসংহার

অর্থশাস্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ইতিহাসের গবেষণায় এই গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ১০. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় লোকজ জ্ঞান ও আদিবাসী জ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২০ নম্বর

উত্তর:

ভূমিকা

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা কেবল শাস্ত্রীয় বা লিখিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। লোকজ জ্ঞান এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

লোকজ ও আদিবাসী জ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্র

1. **ভেষজ চিকিৎসা:** বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা।

2. **কৃষি:** দেশীয় বীজ সংরক্ষণ, ফসল পর্যায়ক্রম এবং মিশ্র চাষ।

3. **জল সংরক্ষণ:** স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী পুকুর, জলাধার ও ঐতিহ্যবাহী সেচব্যবস্থা।

4. **বনজ সম্পদ:** খাদ্য, জ্বালানি, ঔষধি উদ্ভিদ ও বন সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান।

5. **লোকসংস্কৃতি:** লোকসংগীত, লোককথা, উৎসব, নৃত্য ও সামাজিক আচার।

গুরুত্ব

লোকজ ও আদিবাসী জ্ঞান স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। এটি গ্রামীণ অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

বর্তমানে আধুনিকায়নের ফলে বহু ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই জ্ঞান নথিবদ্ধ করা, গবেষণা করা এবং জ্ঞানধারী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

লোকজ ও আদিবাসী জ্ঞান ভারতীয় সভ্যতার জীবন্ত সম্পদ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে এর সমন্বয় ঘটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই জ্ঞান সংরক্ষণ করা উচিত।

১১. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় উপনিষদের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর:

উপনিষদ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। এগুলি বেদের অন্তিম অংশ বলে বেদান্ত নামেও পরিচিত। উপনিষদে মানুষের জীবন, আত্মা, পরমসত্তা, জগৎ, জ্ঞান, নৈতিকতা এবং মুক্তি সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার বিকাশে উপনিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ। উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় কেবল তার দেহ নয়; তার মধ্যে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে, যাকে আত্মা বলা হয়। ব্রহ্ম হলো সর্বব্যাপী পরমসত্তা। অনেক উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যগুলি উপনিষদের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারণাকে প্রকাশ করে।

উপনিষদে জ্ঞান অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে এবং অসত্য থেকে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা এখানে পাওয়া যায়। 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই প্রার্থনা মানুষের জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধানকে নির্দেশ করে।

উপনিষদে নৈতিকতা, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, ত্যাগ ও মানবকল্যাণের আদর্শও তুলে ধরা হয়েছে। ঈশ, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডক উপনিষদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: উপনিষদ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থাকে গভীর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেছে। আত্মজ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিকতা এবং সত্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপনিষদের শিক্ষা আজও ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১২. শূন্য ও দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার ও বিকাশে ভারতের অবদান আলোচনা করো।

উত্তর:

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে ভারতীয় গণিতবিদদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শূন্যের ধারণা এবং দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতির বিকাশ বিশ্বগণিতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। আধুনিক গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, হিসাবরক্ষণ এবং কম্পিউটারের বিকাশে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

প্রাচীন ভারতে সংখ্যার ব্যবহার বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় গণিতবিদরা সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণাকে সুসংবদ্ধ করেন। এই পদ্ধতিতে কোনো অঙ্কের মান তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। যেমন, ২৫ সংখ্যায় ২-এর মান ২০ এবং ৫-এর মান ৫।

শূন্যের ধারণা ভারতীয় গণিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। শূন্য শুধু কোনো সংখ্যার অনুপস্থিতি বোঝায় না, এটি স্থানীয় মান পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত সপ্তম শতকে তাঁর *ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত* গ্রন্থে শূন্য এবং ঋণাত্মক সংখ্যার সঙ্গে গণনার নিয়ম আলোচনা করেন। এর ফলে শূন্যকে গণিতের একটি স্বতন্ত্র ধারণা হিসেবে ব্যবহারের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

আর্যভট্ট ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর *আর্যভটীয়* গ্রন্থে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সংখ্যার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি পরবর্তীকালে আরব গণিতবিদদের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই একে সাধারণত হিন্দু-আরবি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

দশমিক পদ্ধতির সাহায্যে বড় সংখ্যাকে সহজে প্রকাশ করা এবং জটিল গণনা সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে এই পদ্ধতি অপরিহার্য।

উপসংহার: শূন্য ও দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতির বিকাশে ভারতের অবদান মানবসভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ। এই আবিষ্কার গণিতকে সহজ, কার্যকর এবং সর্বজনীন করে তুলেছে।

১৩. সুশ্রুতের শল্যচিকিৎসায় অবদান আলোচনা করো।

উত্তর:

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সুশ্রুতের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁকে প্রাচীন শল্যচিকিৎসার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর রচিত *সুশ্রুত সংহিতা* ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শল্যচিকিৎসা, শারীরস্থান, রোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

সুশ্রুতের চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শল্যচিকিৎসার ওপর তাঁর বিশেষ গুরুত্ব। তিনি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে নাকের পুনর্গঠন বা রাইনোপ্লাস্টি, ক্ষতচিকিৎসা, অস্থিসন্ধির সমস্যা, পাথর অপসারণ এবং অন্যান্য শল্যচিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুশ্রুত সংহিতা-তে বিভিন্ন ধরনের শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতির বর্ণনা রয়েছে। ছেদন, ভেদন, লেখন, অনুসন্ধান, আহরণ, বিস্রাবণ এবং সীবন—এই ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে রোগীর যত্ন, পরিচ্ছন্নতা এবং চিকিৎসকের দক্ষতার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুশ্রুত চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, একজন চিকিৎসকের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেই চলবে না; বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনও প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অস্ত্রোপচারের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের কথাও গ্রন্থে পাওয়া যায়।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

সুশ্রুতের চিকিৎসাচিন্তায় রোগীর শারীরিক অবস্থা, রোগের প্রকৃতি এবং চিকিৎসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার: সুশ্রুতের অবদান ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর শল্যচিকিৎসার ধারণা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। *সুশ্রুত সংহিতা* আজও প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাজ্ঞানের মূল্যবান দলিল।

১৪. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর:

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় জ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাকাব্য, দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ এবং গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চারটি বেদ—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—ভারতীয় জ্ঞানঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উপনিষদে দার্শনিক চিন্তা, আত্মা, ব্রহ্ম, জ্ঞান ও মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* ভারতীয় সাহিত্য ও নৈতিক চিন্তার দুই মহান নিদর্শন।

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণচর্চায় পাণিনির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী* সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ভাষার গঠন, শব্দের উৎপত্তি এবং ব্যাকরণগত নিয়ম বিশ্লেষণে এই গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংস্কৃত ভাষায় শুধু ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থই রচিত হয়নি; বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নাট্যশাস্ত্র, সংগীত এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, আর্যভটীয়, নাট্যশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এই ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই জ্ঞান বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত ও আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার: সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণাগার ও বাহন। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বুঝতে ও সংরক্ষণ করতে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৫. ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখো।

উত্তর:

ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলি শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক জীবন, সৌন্দর্যবোধ এবং মানবিক আবেগের প্রকাশ। ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় সংগীত ও নৃত্যকে শিল্প, সাধনা এবং জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম ভিত্তিগুলির মধ্যে সামবেদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামবেদে বৈদিক মন্ত্রের সুরে গাওয়ার ঐতিহ্য দেখা যায়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত—হিন্দুস্তানি সংগীত এবং কর্ণাটক সংগীত। হিন্দুস্তানি সংগীত উত্তর ভারতে এবং কর্ণাটক সংগীত দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে।

রাগ ও তাল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান ভিত্তি। রাগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সুরের বিন্যাসে আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। তাল সংগীতের ছন্দ ও সময়ের কাঠামো নির্ধারণ করে। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, ভজন এবং কীর্তন ভারতীয় সংগীতের উল্লেখযোগ্য ধারা।

ভারতীয় নৃত্যেও রয়েছে বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য। ভরত মুনির *নাট্যশাস্ত্র* ভারতীয় নৃত্য, নাটক ও সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থ। শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান ধারাগুলির মধ্যে ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওডিশি, মণিপুরি, মোহিনীয়াট্টম এবং সত্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রা, অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি, ছন্দ ও অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি এবং অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। লোকসংগীত ও লোকনৃত্যও ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। যেমন—বাউল, ভাটিয়ালি, ছৌ, গরবা ও বিহু।

উপসংহার: ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জীবন্ত প্রকাশ। এগুলির সংরক্ষণ ও চর্চা ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

১৬. ভগবদ্গীতার কর্মযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

ভগবদ্গীতা ভারতীয় দর্শন ও নৈতিক চিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করতে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দেন, তার মধ্যেই কর্মযোগের ধারণা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কর্মযোগ হলো ফলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ছাড়াই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের আদর্শ।

কর্মযোগের মূল শিক্ষা হলো মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু সেই কাজের ফলের প্রতি অন্ধ আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতার বিখ্যাত শ্লোক—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—এই ধারণাকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার কর্মে, কর্মফলে নয়।

কর্মযোগ মানুষকে নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা দেয় না; বরং নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার এবং লোভ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ ও বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করাই কর্মযোগের অন্যতম আদর্শ।

কর্মযোগের মাধ্যমে মানুষ মানসিক স্থিরতা ও আত্মসংযম অর্জন করতে পারে। সাফল্য ও ব্যর্থতা, লাভ ও ক্ষতি কিংবা সুখ ও দুঃখের মধ্যে সমভাব বজায় রাখার শিক্ষা গীতায় দেওয়া হয়েছে। এই মনোভাব মানুষকে হতাশা ও অতিরিক্ত আত্মগর্ব থেকে দূরে রাখে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

আধুনিক জীবনেও কর্মযোগের গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থী অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশোনা করবে, শিক্ষক নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা দেবেন এবং কর্মচারী সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন—এগুলি কর্মযোগের বাস্তব উদাহরণ। সমাজসেবা, মানবকল্যাণ এবং নিঃস্বার্থ কাজের মধ্যেও কর্মযোগের আদর্শ প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার: কর্মযোগ মানুষকে কর্তব্যনিষ্ঠ, আত্মসংযমী ও দায়িত্বশীল হতে শেখায়। ফলের অতিরিক্ত চিন্তা না করে সৎভাবে কাজ করার এই শিক্ষা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৭. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় নারীদের অবদান আলোচনা করো।

উত্তর:

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিকাশে নারীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে নারীরা দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংগীত এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম ভারতীয় জ্ঞানঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বৈদিক যুগে কয়েকজন নারী ঋষি ও দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপালা এবং বিশ্ববারার মতো নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাঁরা বৈদিক মন্ত্র রচনা ও জ্ঞানচর্চায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উপনিষদের যুগে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গীকে একজন গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক হিসেবে দেখা যায়। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্ম ও জগতের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। মৈত্রেয়ী আত্মজ্ঞান ও অমরত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

পরবর্তী যুগেও নারীরা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আন্দাল দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কবি-সাধিকা ছিলেন। আক্কা মহাদেবী কন্নড় ভাষার ভক্তিকাব্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মীরাবাঈ তাঁর ভক্তিমূলক পদাবলির জন্য বিখ্যাত।

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে নারীরা শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাবিত্রীবাই ফুলে নারীশিক্ষার প্রসারে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ নারীশিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের জন্য কাজ করেন। আধুনিক ভারতেও বহু নারী বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য ও প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

উপসংহার: ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার ইতিহাস নারীদের অবদান ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাঁদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃজনশীলতা ভারতীয় ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জ্ঞানব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

১৮. ভারতীয় স্থাপত্য ও মন্দির নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর:

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

ভারতীয় স্থাপত্য দেশের ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পবোধ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় স্থাপত্যে নানা পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। মন্দির, স্তূপ, গুহা, প্রাসাদ এবং নগর পরিকল্পনা ভারতীয় স্থাপত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে।

প্রাচীন ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় উন্নত নগর পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে পরিকল্পিত রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, স্নানাগার এবং সুসংগঠিত বসতি নির্মাণের নিদর্শন ছিল। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ স্থাপত্যে স্তূপ, বিহার ও চৈত্যের বিকাশ ঘটে। সাঁচি স্তূপ এবং অজন্তা-ইলোরা গুহা ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে প্রধানত তিনটি শৈলী বিশেষভাবে পরিচিত—নাগর, দ্রাবিড় এবং বেসর।

নাগর শৈলী: এই শৈলী প্রধানত উত্তর ভারতে বিকশিত হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উঁচু ও বাঁকানো শিখর। খাজুরাহোর মন্দিরগুলি এই শৈলীর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

দ্রাবিড় শৈলী: এই শৈলী প্রধানত দক্ষিণ ভারতে বিকশিত হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে উঁচু হওয়া বিমান এবং বিশাল প্রবেশদ্বার বা গোপুরম। তাঞ্জাভুরের বৃহদীশ্বর মন্দির এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বেসর শৈলী: এই শৈলীতে নাগর ও দ্রাবিড়—উভয় স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শৈলীর বিকাশ ঘটে।

ভারতীয় মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক কাহিনি, ফুল-লতা, নৃত্যভঙ্গি এবং জ্যামিতিক নকশার সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায়। মন্দির শুধু উপাসনাস্থল ছিল না; অনেক ক্ষেত্রে তা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত।

উপসংহার: ভারতীয় স্থাপত্য ও মন্দির নির্মাণশৈলী দেশের সৃজনশীলতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে। এগুলি সংরক্ষণ করা আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

১৯. ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সম্পর্ক আলোচনা করো।

উত্তর:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy 2020) ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সামগ্রিক, বহুমুখী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই শিক্ষানীতিতে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা বা Indian Knowledge Systems (IKS)-এর সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রচার এবং শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার মধ্যে দর্শন, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যোগ, কৃষি, স্থাপত্য, ভাষা, সংগীত এবং লোকজ জ্ঞানের মতো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষার্থীদের ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত করার কথা বলে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

এই শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। একই সঙ্গে বহুভাষিক শিক্ষা ও ভারতীয় ভাষার বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা, গবেষণা, সমস্যা সমাধান এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিভিন্ন ঐতিহ্যকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়নের সুযোগও তৈরি করে।

শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে Indian Knowledge Systems Division গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞানঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার অধ্যয়নে ঐতিহাসিক প্রমাণ, যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের মাধ্যমে এই নীতি একটি বহুমুখী, মানবিক এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

২০. আধুনিক সমাজে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো।

উত্তর:

ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা বা Indian Knowledge Systems (IKS) হলো ভারতের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং লোকজ জ্ঞানের সমন্বিত ঐতিহ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির যুগেও ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ব্যক্তি ও সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথমত, ভারতীয় দর্শন ও নৈতিক চিন্তা মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতার বিকাশে সাহায্য করে। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থে আত্মজ্ঞান, কর্তব্য ও নৈতিক জীবনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যোগ ও আয়ুর্বেদ ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যোগের অনুশীলন শারীরিক সক্ষমতা, নমনীয়তা, মনোসংযোগ এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে। আয়ুর্বেদে খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রমাণভিত্তিক মূল্যায়ন ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, প্রাণী এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণা পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষি, বনজ সম্পদ এবং ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞানও পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে সহায়ক হতে পারে।

চতুর্থত, ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শূন্য ও দশমিক পদ্ধতির বিকাশে ভারতের অবদান বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS

পঞ্চমত, ভারতীয় সংগীত, নৃত্য, যোগ, সাহিত্য ও হস্তশিল্প দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করে এবং সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে সাহায্য করে।

উপসংহার: আধুনিক সমাজে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে যুক্তি, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। ঐতিহ্য ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ই ভবিষ্যৎ সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

SAMPLE QUESTIONS AND ANSWERS